সমকাল

তারিখ 17.6.JUL.2017 পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

কে বলেছে, কে দেখেছে...

আসিফ আহমেদ

চট্টগ্রামের বড় কলেজের নাম চট্টগ্রাম কলেজ। বৃহস্পতিবার সমকালের প্রথম পৃষ্ঠায় একটি আলোকচিত্রের ক্যাপশন ছিল– 'বুধবার দুপুরে চট্টগ্রাম কলেজে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার সময় পিস্তল হাতে এক কর্মী'। ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করেই এ ঘটনা ঘটেছে। ছাত্রলীগের অনেক কর্মীও সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন, এক পক্ষের কর্মীরা অপরপক্ষকে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দিয়েছে। এ সময়ে মারধর করা হয়েছে। পিস্তল বা রিভলবার থেকে গুলিও করা হয়েছে। কিন্তু চট্টগ্রামে চকবাজার থানার ওসি নুরুল হুদা বলেছেন, গুলি নয়, পটকা ফুটিয়েছে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। এক পক্ষ কলেজ গেটে, অন্য পক্ষ ক্যাম্পাসে অবস্থান নিয়ে পটকা ফোটায়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

আমরা জানি, বিয়ের অনুষ্ঠান কিংবা অন্য আনন্দ-উৎসবে পটকা ফোটানো জায়েজ বা অনুমোদনযোগ্য। এ ধরনের শব্দ করা এক ধরনের নির্দোষ আনন্দ হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু এই পটকাই পুলিশের চোখে অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে, যখন তার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়। পটকা ভয়ঙ্কর হতে পারে এবং তাতে হতাহতের ঘটনাও সম্ভব। চকবাজার থানার ওসি অবশ্য বলেননি, কোন ধরনের পটকা ফোটানো হয়েছে। তিনি জানেন, আগের রাতে দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। এর সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি যে, ছাত্রলীগের দু'পক্ষের মধ্যে সদ্ভাব নেই। তাই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মিলমিশ হয়ে যাওয়ার আনন্দ-উৎসব করার জন্য তারা পটকা ফোটায়নি। উভয় পক্ষই চেয়েছে পরস্পরকে ভয় দেখাতে, ঘায়েল করতে। কিন্তু থানার ওসির কাছে এটা একেবারেই নির্দোষ অস্ত্র। এ যেন সুকুমার রায়ের সেই ছড়ার মতো– যে সাপের বিষ নেই এবং ফোঁসফাঁসও করে না।

সাংবাদিকতায় একটি বিষয় পড়ানো হয়– ছবি কথা বলে। এক তরুণের হাতে পিস্তল থাকার পরও পুলিশ কেন সেটা দেখতে পেল না? সমকালের আলোকচিত্র শিল্পী এ ছবি তোলার সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন। এভাবে ক্যামেরাবন্দি করে রাখা হয়েছে অপরাধ। অস্ত্রধারী কিংবা তার আশপাশে থাকা ছাত্ররা (নাকি সন্ত্রাসী) সেটা দেখে ফেললে ফটোগ্রাফার চড়থাপ্পড় খেতে পারত। ক্যামেরা ভেঙে ফেলা হতে পারত। আর কপাল মন্দ হলে বিপদের মাত্রা বেশি হতে পারত। প্রায় প্রতিদিন দেশের কোনো না কোনো স্থানে রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয়ে এমন অপরাধ ঘটছে। অথচ কেউ কিছু করছে না। এ অপরাধ দমনে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কিংবা প্রশাসনের কেউ তৎপর হলে তাকেই বরং বিপদে পড়তে হয়। বরিশালের একটি কলেজে এক রাজনৈতিক নেতার গুণধর পুত্র পরীক্ষায় নকল করে হাতেনাতে ধরা পড়লে তার খেসারত দিতে হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে। তাকে দুর্গম একটি এলাকায় বদলি করে দেওয়া হয়েছে। চকবাজার থানার ওসি নুরুল হুদা কি এমন আশঙ্কা থেকেই গুলির শব্দকে পটকা মনে করেছেন? প্রবাদ বলে– রশি দেখে সর্প ভ্রম! কেউ বেশি নার্ভাস হলে রাস্তায় রশি দেখেও মনে করেন, এ যে ভয়ঙ্কর সাপ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঘটেছে বিপরীত ঘটনা– পিস্তলের গুলি নয়, শোনা গেছে পটকার শব্দ! আর তা শুনেছেন স্বয়ং ওসি সাহেব। এ শব্দও অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়ার কথা। কিন্তু হলো না তা। কারণ কেউ যে কিছু দেখেনি, কেউ যে কিছু শোনেনি। অতএব, সবাই চুপ থাকবে। চুপ থাকাই সঙ্গত। নইলে যে বিপদ বাড়ে!

অন্যদৃষ্টি

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং
তারিখ
[illegible]
[illegible]
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
[illegible]
স্বাক্ষর